COMPILED & CIRCULATED BY
PROF. PRASENJIT SENAPOTI
SACT, DEPT. OF POLITICAL SCIENCE
NARAJOLE RAJ COLLEGE

5th Semester (U.G), Core Course-DSE1T

ভারতের বিদেশনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা: Recent Trends in Indian Foreign Policy

⇒ সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের নতুন ঢেউ — বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর এই দুই উল্লেখযোগ্য ঘটনার সুগভীর প্রভাব বিশ্বের ছোটো-বড়ো সমস্ত রাষ্ট্রকেই তাদের বিদেশনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য করে। বলাবাহুল্য, এই ঠান্ডাযুদ্ধ-উত্তর বিশ্বের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ভারতকেও তার বিদেশনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে ভারত তার দীর্ঘদিনের অনুসৃত বিদেশনীতির আদর্শনিষ্ঠ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে একে অনেকখানি বাস্তবানুগ করে তোলে, ভারত তার বিদেশনীতির ঐতিহ্যগত নেহেরুনীয় জোট-নীতি থেকে সরে আসতে শুরু করে এবং জাতীয় স্বার্থের উপযোগী বাস্তবসম্মত

Scanned by CamScanner

বৈদেশিক নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হয়।

◻ স্বাধীনোত্তর ভারতের বৈদেশিক নীতি প্রণীত হয় প্রধানত মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহেরু, প্যাটেল প্রমুখ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে। তাঁরাই ভারতের বৈদেশিক নীতির দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণ করে দেন। স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান উপাদানগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ১৯৪৭ সালের মার্চে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান রিলেসনস কনফারেন্স (The Asian Relations Conference) -এ প্রদত্ত ভাষণে। ভারতের প্রথম দিককার বিদেশ-নীতিতে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একটি ন্যায়সংগত ও সাম্যভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সত্য, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, একটি পরিবার সহ বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি আদর্শগুলি তখনকার বিদেশনীতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

◻ নেহেরুর আমলে ভারত তার অতি সীমিত অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক সামর্থ্যকে সম্বল করেও সুদূরপ্রসারী আদর্শভিত্তিক বৈদেশিক

Scanned by CamScanner

নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে উদ্যত হয়, এই আদর্শভিত্তিক নীতি থেকে বাস্তবানুগ বৈদেশিক নীতির দিকে ভারতের বিদেশনীতি কিছু পরিমাণে বাঁক নিতে থাকে ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে, সুমিত গাঙ্গুলির মতে, নেহেরুর আমলে ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুন্নত ছিল এবং সেজন্য বিদেশনীতি নির্ধারনে তাদের প্রভাব ছিল অকিঞ্চিৎকর, শ্রীমতী গান্ধি এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে তুলে দেশের বিদেশনীতি নির্ধারনের ক্ষমতা অনেকটা নিজের হাতে তুলে নেন। ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হন, রাজীব গান্ধি তাঁর পূর্বসূরিদের পথ অনুসরন করতে থাকেন, স্বাভাবিকভাবেই বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর কালে দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে ভারত ক্রমশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু পরিমানে বিশ্ব পরিচিতি অর্জন করতে শুরু করে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের অভ্যন্তরীন নীতির ক্ষেত্রেও এই সময় প্রধান

পরিবর্তন ঘটে যায়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী চার দশকে ভারত যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করতে থাকে, এবং যার ফলশ্রুতিতে ভারত ভয়াবহ প্রতিকূল লেনদেন ভারসাম্য অবস্থার (severe balance of payment crisis) মধ্যে পড়ে, তা পরিত্যাগ করে নয়া উদারনৈতিক মডেল গ্রহণ করা হয়।

গত দু- দশকে ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

প্রথমত, 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' অনুসরণের দীর্ঘদিন -এর ঐতিহ্য থেকে সরে এসে ভারত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসরণের দিকে ঝুঁকেছে ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের বেশির ভাগ সমাজতান্ত্রিক দেশে -র ভিত্তি স্বরূপ 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র'-এর মডেল -টি ভেঙে পড়ে, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় এবং বিশ্বায়নের অবাধ অগ্রগতি ভারতকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয়ত, উপ-বিশ্ব পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভারত তার বিদেশনীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতি অপেক্ষা অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে যেমনটি উল্লেখ করিয়া এবং আরও অনেকের মতে, ঠান্ডা-লড়াই-উত্তর বিশ্বব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক কম ভীতিপ্রদ, কারণ এই নতুন যুগে অর্থনীতি রাজনীতি থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারত ধীরে ধীরে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। ভারত সমস্তই বিশ্বের দরবারে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিল যে, এত বড় বাজার ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় একটি দেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর বেশিদিন ব্রাত্য করে রাখা যাবে না।

তৃতীয়ত, এ যাবৎ ভারত তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে সক্রিয় ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলেও ভারত মূলত তার নিজের জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখে বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে ভারত এখন তার বৈদেশিক নীতিগুলিকে নির্ধারণ করেছে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, নয়া-বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

চতুর্থত, ১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত ভারত মূলত পুঁজিবাদী-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বিদেশনীতি

নির্ধারণ করত ১৯৯১ সালের পর থেকে ভারতের প্রধান পশ্চিমি রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলি আরও গুরুত্ব হতে দেখা যাচ্ছে, ভারত একদিকে পুরানো বন্ধু রাশিয়ার সাথে এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, এবং পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি দেশগুলির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে বিদেশনীতিতে একটি ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে শুরু করে।

সবশেষে, ১৯৭০ এর দশক থেকে ভারতের মতাদর্শগত ক্ষেত্রেও একটি বড়ো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং সেটি হল আদর্শবাদ থেকে বাস্তববাদে উত্তরণ। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দশকগুলিতে ভারতের বিদেশনীতি প্রধানত আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হত, তবে ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কখনো কখনো বাস্তববাদী পথ অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তবে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতিকে অনেকেই আদর্শবাদী চিন্তার ফসল বলে মনে করতে রাজি নন, বরং তাঁদের মতে তৎকালীন সময়ে ওটাই ছিল ভারতের বিদেশনীতির বাস্তব সম্মত বিকল্প। সি. রাজামোহন বলেছেন জোটনিরপেক্ষতা কখনই বিশুদ্ধ আদর্শবাদী নীতি ছিল না। জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার মূলে ছিল বিশ্বরাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখা যা ভারতকে একটি বিশ্ব রাজনীতিতে স্বতন্ত্র বজায় রাখতে এবং নেতৃত্ব দিতে সাহায্য করবে, সর্বোপরি বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

—— o ——

Scanned by CamScanner